দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..22 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ১ ...২... কলাম ৪ .....

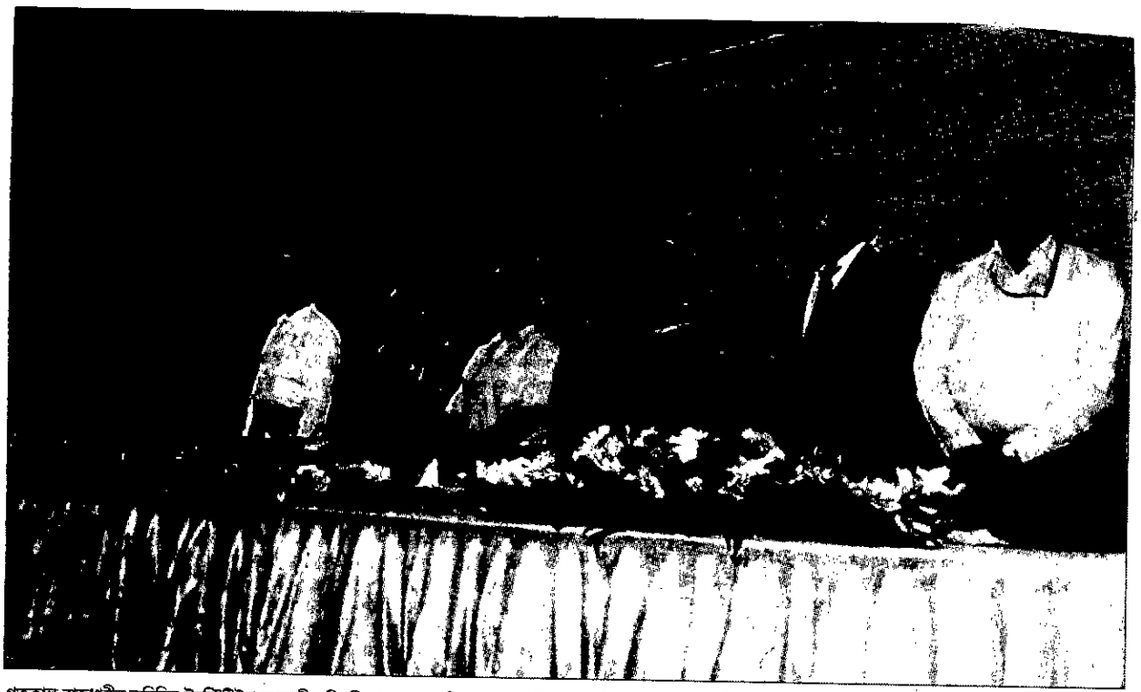

গতকাল রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে গুলশান হত্যাকাণ্ডে নিহতদের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ● মেহরাজ

উৎকণ্ঠায় শিক্ষার্থী-অভিভাবক

এম এইচ রবিন ●

সাম্প্রতিক জঙ্গি কর্মকাণ্ডে উৎকণ্ঠায় আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। অন্যদিকে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা করে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নানারকম বক্তব্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন মাধ্যমিক স্তরে স্কুলগুলোয় চলছে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবে আগামী সপ্তাহে। এর পর শুরু হবে নিয়মিত ক্লাস। বিভিন্ন স্কুলে নানা ধরনের নিরাপত্তা বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে গতকাল দুপুরে গিয়ে দেখা যায়- ভেতরে পরীক্ষা চলছে, কয়েকজন অভিভাবক বাইরে অপেক্ষা করছেন। একজন অভিভাবক বলেন, 'এক সময়ে হরতাল-অবরোধে চিন্তায় পড়তাম কীভাবে স্কুলে আসা-যাওয়া করব সন্তান নিয়ে। এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছি। কারণ সর্বত্র শুধু আতঙ্ক বিরাজ করছে। আজ শুনি মন্ত্রীদের হুমকি দিচ্ছে। আবার শুনি মার্কেটে হুমকি দিচ্ছে জঙ্গিরা। এখন সাধারণ মানুষ আমরা কীভাবে নিরাপদ থাকব? কে দেবে আমাদের নিরাপত্তা?'

আরেক অভিভাবক বলেন, 'গুলশান আর শোলাকিয়ায় হামলার নমুনায় আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ এতদিন এদেশে এ ধরনের জঙ্গিহামলা ঘটেনি। জঙ্গিবাদের কারণে আমরা কোথাও নিরাপদ নই। স্কুলের গেটে আমরা ভিড় করি না। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকি। কারণ ভিড়-জটলায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে বেশি।'

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম আমাদের সময়কে জানান, জঙ্গিবাদ ইস্যুতে তারাও উদ্বিগ্ন। হাজার-হাজার শিক্ষার্থী পড়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অসংখ্য মা-বাবা তাদের সন্তানদের নিয়ে আসেন রোজ। এত মানুষের নিরাপত্তা কী করে সম্ভব? তবু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গেটে নিরাপত্তার জন্য আনসার নিয়োগের চিন্তা চলছে। আর পুলিশ সদস্য নেওয়া যায় কিনা সেটা স্কুল কমিটিকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বলা হয়েছে সচেতন থাকতে।

তিনি আরও জানান, ক্লাসে জঙ্গিবাদের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ব্রিফ করা হয়। নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ জাগরণে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ক্লাস শিক্ষকদের বলা হয়েছে, সব শিক্ষার্থীর ভালো-মন্দ খোঁজখবর নিতে।

মিরপুর মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজধানীর একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কর্তৃপক্ষ গেটে তল্লাশি করে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন একজন অভিভাবক। তিনি বলেন, কিছুটা বিড়ম্বনা হলেও ভালো। নিরাপত্তা সবার জন্যই জরুরি।

মালিবাগ সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সামনে দেখা যায়, কোনো রিকশা, বাস, মোটরসাইকেল দাঁড়াতে দিচ্ছে না নিরাপত্তাকর্মীরা। অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলের গেটে পৌঁছে দিচ্ছেন। নিরাপত্তার প্রশ্নে একজন অভিভাবক বলেন, একটু ভয় তো লাগবে। আমাদের সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি না। তাদের মুখেও শুনি জঙ্গি হামলার আশঙ্কা। তাহলে আমাদের নিরাপত্তা আর কোথায়।

রাজধানীর রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আজহারউদ্দিন আহমেদ জানান, স্থানীয় থানা পুলিশ একটি চিঠি দিয়েছে। এতে স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা বসাতে, গেটে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করতে, রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখতে, কাঁটাতার দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

উৎকণ্ঠায় শিক্ষার্থী-অভিভাবক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সীমানা প্রাচীর করতে বলা হয়েছে। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে অভিভাবক সমাবেশ করেছে মিরপুর সিদ্ধান্ত হাই স্কুল। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম রনি জানান, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অভিভাবকদের নিয়ে সভা করা হয়েছে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক বলেন, নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আগাম তথ্য দিয়ে সচেতন করাও সরকারের কাজ। তবে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা করে যেভাবে সরকারের লোকজন মিডিয়ায় বক্তব্য দিচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে বেশি ভীতি কাজ করছে। সরকারের উচিত জনগণকে আশ্বস্ত করা। স্বাধীনতা যুদ্ধে জনগণ এক হয়ে অধিকার আদায় করেছে। সন্ত্রাসবাদ রুখে দিতেও জনগণের এক হওয়া প্রয়োজন।